বসন্ত-উৎসব।

গীতিনাট্য।

"দীপনির্ব্বাণ"-লেখনী-প্রসূত।

কলিকাতা
বাল্মীকি যন্ত্রে
শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
শক ১৮০১।

উপহার।

ভাই বিহঙ্গিনি,

সখিলো জনম ধোরে
ভাল যে বেসেছি তোরে,
নে লো, তার নিদর্শন—এই উপহার,
হৃদয়ের আদরিণি—বিহগি আমার !

পাত্রগণ।

কিরণ	লীলাবতীর প্রণয়ী।
কুমার	শোভাময়ীর প্রণয়ী।
লীলাবতী শোভাময়ী	নায়িকাদ্বয়।
উদাসিনী	মায়াদেবীর মন্দিরের যোগিনী।
ইন্দু উষা	শোভাময়ীর সখীদ্বয়
কবিতা সঙ্গীত রতি মদন বসন্ত	দেবদেবীগণ।

FAMILY LIBRARY
MOHE

বসন্ত উৎসব।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শোভাময়ীর বাটীর উদ্যান।

(উষা ও ইন্দু সখীদ্বয়ের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

রাগিণী মিশ্র—কাওয়ালি।

উভয়ে। আজু কোয়েলা কুহু বোলে,
আয়, তবে, সহচরি, রুণুঝুণু রুণুঝুণু,
বসন্ত জয়ধ্বজা তুলে।
মাধবী লতিকা, মল্লিকা যূথিকা,
কম্পিত মলয়-হিল্লোলে ;

সরসে ঢল ঢল, প্রফুল্ল শতদল,
খেলত লহরী কোলে ;
পরিমল আকুল, মত্ত মধুপ-কুল,
বিহরত বিকশিত ফুলে।
আয়, সই, মিলি জুলি, ফুল গুলি তুলি তুলি,
সাজা'ব সখীরে সবে মিলে ॥

(উদ্যানে আসিয়া ফুল তুলিতে তুলিতে)

বেহাগ—কাওয়ালি।

উষা। ধর্ লো, ধর্ লো ডালা, এই নে কামিনী-ফুল—
ইন্দু। (উষাকে ঈষৎ ঠেলিয়া)
তু সখি আঁচল দিয়ে তাড়া লো ভ্রমরা কুল।
উষা। (কপালে হাত দিয়া আকুল ভাবে)।
উহু, সখি, মরি জ্বলি
কপালে দংশেছে অলি—
ইন্দু। (উষার চিবুক ধরিয়া পরিহাসচ্ছলে)
কপোলে দংশে নি সে তো, ভ্রমরারি একি ভুল !
উষা। মিছে, সই, ফুল তুলি, ঝোরে গেল পাপ্‌ড়ি গুলি,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তারা মত ছেয়েছে গাছেরি মূল।
ইন্দু। তুলি গে নলিনী ওই—
উষা। আমি তো যাব না, সই,
মৃণাল কাঁটার ঘায়ে কে বল' হবে আকুল ?
ইন্দু। সে ভয়ে পিছোয়, কে বা তুলিতে অমন ফুল ?

(শোভাময়ীর প্রবেশ।)

(দুই সখী শোভাময়ীকে বেষ্টন করিয়া)

রাগিণী কালাংড়া—কাওয়ালি।

দুই। কোথা ছিলি, সজনিলো, এসুখ দিনে ?
সারা বাগান ঢুঁরিনু যে আকুল মনে।
বসন্ত-উৎসবে কাল বিয়ে তোর, ললনে,
আমোদে সাজিব, আরো সাজাইব যতনে।

বসন্ত-বাহার—খেমটা।

শো। সখি, তোরা হেসে হেসে হলি যে আকুল।
ইন্দু। ফুটলো, সই, এতদিনে বিয়ের ফুল।
উভয় সখী। দেখ্ লো এদিকে চাহিয়ে, সখি,
মধুপে কেমন দিয়েলো ফাঁকি,
গরবী গোলাপে এনেছি তুলিয়ে
সউরভে মরি অসম-তুল।
কতই করিয়ে তোমার তরে
কোমল কামিনী তুলেছি ধীরে,
নোয়ায়ে যতনে নরম শাখা
তুলেছি কনক-চাঁপার ফুল।,
মানিনী মালতী,সোহাগী·বেলা,
ধর লো—মিশায়ে গাঁথ্‌লো মালা,
আমরা দু'সখি মিলিয়ে আবার
তুলিয়ে আনিগে কুসুম কুল।

(সখীদ্বয়ের রঙ্গ ভূমির এক প্রান্তে ফুল চয়ন
করিতে গমন, শোভার এক প্রান্তে
বসিয়া মালা গাঁথন।)

(অন্য প্রান্তে ফুল তুলিতে তুলিতে)

ঝিঁঝিট—একতালা।

উ। হোথায় **একটি** গাছের আড়ালে
মালতী ফুটিয়ে রয়েছে, ভাই।
ই। তাই তো, লো: সখি, তুই থাক্ হেথা
আমি তবে হোথা ছুটিয়ে যাই।
উ। না, না, ওযে মোর সাধের কুসুম,
কেন দিব, সই, তুলিতে তোরে!
এই দেখ্, দেখ্, যাই তোর আগে;
তুই কি পারিবি ধরিতে মোরে?

(উষার অগ্রে মালতী বৃক্ষের নিকট গমন,
ইন্দুর আস্তে আস্তে মল্লিকা চয়ন
করিতে করিতে গান।)

খাম্বাজ—একতালা।

ইন্দু। যা, যা, তুলগে লো তোর সাধের কুসুম,
দিবনা, লো, তোরে বাধা,
আমি তুলি এই মল্লিকার রাশি
ফুটেছে কেমন আধা!
উষা। এই ঢলু ঢলু মালতীর ফুলে,
গাঁথিব মোহন মালা;

মরি কি তাহাতে মধুর মধুর
সাজিবে রূপসী বালা !

কাফি—যৎ।

ইন্দু। এই মল্লিকাটি পরাইব চুলে,
এইটি সাজাব কাণের দুলে।
উষা। গাঁথি মালিকা, বকুল ফুলে
দোলাব' সখীর কবরী মূলে।
ইন্দু। গাঁথ্ গে মালা, কানন-বালা,
তোর সে সাধের বকুল ফুলে।
ওই কি আমরি ! ফুটেছে চামেলি !
যাই, আমি যাই, আনিগে তুলে।

(ইন্দুর ফুলে অঞ্চল ভরিয়া উষার
নিকট আগমন।)

পিলু—কাওয়ালি।

উ। মানিনু মানিনু হার তোর কাছে, সখি।
আমার মালতী তোলা, এখনো হোল না, বালা,
ফুলে ফুলে আঁচল ভরা তোর যে লো দেখি,
সারা বাগান লুটে নিয়ে তুই এলি নাকি ?

দেশ—খেম্‌টা।

ইন্দু। কেমন, সখি, আমার সাথে, পারলিনে তো, তুই।
হোথায় তুলিব যাতি, হরষ-প্রমোদে মাতি,
সখীর কাছে দিয়ে আসি সেফালিকা জুঁই।

কালাংড়া—খেম্‌টা।

উ। আমি ঐ গোলাপ তুলে, দিব এখন সখীর কোলে,
তোর রাশি রাশি ফুলের চেয়েদেখবি কত মান।

ই। কুসুম রতনমণি, এনেছি নলিনী রাণী,
গোলাপ গরিমা হেথা প্রলাপ সমান—
হা', হা', প্রলাপ সমান।

(উদ্যানের আর এক প্রান্তে আপন মনে
শোভার গান।)

বাহার—একতালা।

শোভা। এতদিন পরে পারিনু জানিতে
যারে ভাল বাসি সে গো আমার ;
সকল প্রকৃতি হাসিল হরযে,
বাজিয়ে উঠিল হৃদয়-তার।
বন হোলো আরো হরিত বরণ,
নীল নভঃ হোল সুনীলতর,
চাঁদিয়া কিরণ ভাতিল দ্বিগুণ,
মলয় অনিল মাতিল আরো।

(উষার আস্তে আস্তে আসিয়া শোভার পশ্চাতে
দণ্ডায়মান, কিছু পরে ইন্দুর আগমন,
উভয়ে হাসিতে হাসিতে শোভার
সম্মুখে আসিয়া)

ঝিঁঝিট—একতালা।

দু'সখী। সরমে মরে যাই!

বিয়ে হবে কাল, হরষে সজনি,
হেসেই আকুল তাই।

খাম্বাজ—দাদ্‌ড়া।

ই। দেখলো, শোভা, কত শত এনেছি কুসুম, ভাই।
এই ফুলে গাঁথ মালা, এই গুলি, বালা,
পল্লবের সাথে, গেঁথে গেঁথে, বাসর সাজাতে চাই।

লচ্ছাসার—যৎ।

শো। যাই, সখি, আমি যাই, গাঁথ্‌লো তোরা মালা,
দেখে আসি আমি কেন এখনো এলোনা লীলা।
এ সুখের দিনে, লীলার বিহনে,
কেমনে করি বল কুসুমেরি খেলা।

গারা—খেম্‌টা।

দুই। সখি, চল, চল, যাই মোরা তবে।
তুমি, সজনি, মালা গাঁথা রেখে,
আছে লীলা কোথায় এস দেখে,
আমরাও যাই দুটি, বাসর সাজাতে হবে।
আবার এখানে, এই কাননে,
আসিয়ে মিলিব সবে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

লীলাবতীর কক্ষ।

(গালে হাত দিয়া লীলাবতীর বিষণ্ণ মনে গান।)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

লীলা। চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে
দুরভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় র'য়েছে ছেয়ে।
ভয়ানক সুগভীর, বিষাদের এ তিমির,
আশারো বিজলি রেখা উজলেনা এই হিয়ে।
হৃদয়ের দেবতারে, পূজিনু জনম ধ'রে
মর্ম্মভেদী যাতনার অশ্রু জল দিয়ে,
দিয়াছি হৃদয়-প্রাণ সকলি তো বলিদান,
একটু মমতা তবু পাইনু না ফিরিয়ে।

(অঞ্চলে ফুল লইয়া শোভাময়ীর প্রবেশ ও
লীলাকে ফুল ও মালা দ্বারা সাজাইয়া
চিবুক ধরিয়া)

বেহাগ—কাওয়ালি।

শোভা। সুখের বসন্তে আজ, সখিলো, কেনলো
মু'খানি আহা, বিষাদে মলিন হেন,
উৎপল আঁখি দুটি সজল কেন লো কেন ?
দেখ্‌লো কুঞ্জে প্রফুল্ল যুথিকা যাতি

মাখি চন্দ্রমা-বিমল-ভাতি রে,
ঢালে অমিয়া পরিমলে, রঙ্গেলো।
পিউ পিউ মধুর তানে ওই,
ডাকে পাপিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে, সই ;
মাতাইয়া দিক, কুহু কুহু পিক্,
কুজিছে, সজনিলো।
আয় রঙ্গে নিকুঞ্জে, সজনি, মিলি
গাঁথি মালিকা বিষাদ ভুলিয়ে,
প্রেম-মদে প্রাণ ঢালি ;
সুখ রজনীরে !

ললিত--আড়া।

লীলা। এ হৃদয় ফুল, সখি, শুকায়ে পোড়েছে, ওরে,
কেমনে কুসুম তুলি বল’লো প্রমোদ ভরে ?
বিমল এ জোছনায়, সুমন্দ এ মৃদুবায়,
দলিত কুসুম কলি আর কি উঠিতে পারে !
নাহিক সুরভি হাস, অকালে কীটের বাস,
যতনেও তোল যদি পাপ্‌ড়ি গুলি যাবে ঝোরে।

কালাংড়া-পরজ—কাওয়ালি।

শোভা। ছি, ওকি কথা বল, সজনি !
বসন্ত-উৎসব কালি, প্রমোদে পরাণ ঢালি,
চল, চল, ফুল তুলি সাজি এখনি।
আঁখি কেন ছল ছল, কহ একি অমঙ্গল,
কেঁদে কি পোহাবি আজি সুখ রজনী ?

পিলু—কাওয়ালি।

লীলা। আমোদে কি আছে, সখি, বাসনা এখন ?
আমোদ ফুরায়ে গেছে জন্মের মতন।
দারুণ যাতনানলে হৃদয় পরাণ জ্বলে,
তুই কি বুঝিবি, সখি, আমার বেদন ?
বসন্ত-উৎসব হবে, তোরা, সখি, সুখী সবে,
মিলিবে, লো, ভালবাসা সোহাগ যতন।
আমার মরম তলে, কি যে এ আগুণ জ্বলে
হৃদয়ের স্তরে স্তরে হতেছে দাহন—
তোরা কি বুঝিবি, সখি, আমার বেদন ?

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাশ্মারি-খেমটা।

শোভা। বল, বল, বল, সখি, একি নব ভাব একি,
তবে নাকি হারিয়েছ মন, তাইলো খুলে বল দেখি।

ভৈরবী—আড়া।

লীলা। তবে ব'লব কি, লো, কি বেদনা হেথা—
না, না, তায় কাজ নাই, তুই কি বুঝিবি ভাই,
চির সুখী জনে কি, লো, বুঝিবে এ ব্যথা ?

জয়জয়ন্তি—একতালা।

শোভা। দারুণ আঘাত লাগিল মরমে,
ও কথা, সজনি, বোলো না ;
'চিরসুখী হয়ে কি জানিব দুখ,
কি বুঝিব তব বেদনা !'

জানিতে গো যদি ও মু'খানি তব
হেরিলে বিষাদে ম্লান,
কি যে যাতনায় ভেঙ্গে চুরে যায়
আমার এ হৃদয় প্রাণ।
তা হ'লে তা হ'লে বলিতে না কভু
আজি ও নিঠুর কথা;
তা হ'লে, নিদয়া, ও কথা বলিতে,
তুমিও পাইতে ব্যথা।

রাগিণী মিশ্র—ফেরতা।

লীলা। তোরে, হায়! কবনাতো সজনি,
কাহারে কহিব, লো?
আর আমার কে আছে, কাঁদিব আর কার কাছে,
তোর কাছে লুকাইয়ে, কেমনে রহিব, লো?
কি জানি সরমে কেন তবে বেধে যায় হেন,
ফুটিতে পারিনে কেন বলিতে গিয়ে, লো;
মরম কথা মরমে, তাই, আছে লুকানো, লো।

বেহাগ—আড়া।

শোভা। কেন মোরে এত লাজ।
একটি বোঁটায় দুইটি কুসুম,
তার কাছে, সখি, সরম আজ?

ভৈরবী—আড়া।

লীলা। না, না, লুকাব না আর;

আমি যারে ভালবাসি, সে নহে আমার।
সঁপিয়ে এ মন প্রাণ পাইনি কো প্রতিদান,
তবু রেখেছিনু প্রাণ আশায় আশায়।
কিন্তু কি বলিব, হায়, হৃদয় বিদরে যায়,
বসন্ত-উৎসবে কাল পরিণয় তার—
(অবসন্ন হইয়া পতন)

কালাংড়া—কাওয়ালি।

শোভা। সখি, তোরা আয়, আয়!
লীলাবতী যায়, যায়,

(সখীগণ ত্রস্তে প্রবেশ করিয়া ব্যজন করিতে করিতে ও মুখে জল দিতে দিতে)

সখীগণ। সাড়া শব্দ নাহি যে, লো!
শোভা। কি বিষম দায় হোল, বুক ফেটে যায়!
এক সখী। ঐ দেখ, দেখ, সখি মিলেছে কমল আঁখি,
বহিতেছে মৃদু শ্বাস তায়,
শোভা ও সখীগণ। ঐ যে লো ধীরে ধীরে,
চেতনা আসিছে ফিরে,
কাঁপিছে অধর যেন মাধবী মলয়-বায়;
আর নাহি কোন ভয়!

জংলা পিলু—কাওয়ালি।

লীনা। মালতী মালা খুলে নে, খুলে নে।
বিষম মরম বিষে মরম ছাইল গো,

আর, সখি, পারিনে—

এক সখী। এলায়ে পড়েছে দেহ, আঁখি মুদে আসে,

লীলা। আর, সখি, পারিনে—

দেশ মল্লার—আড়া।

শোভা। কেন গো ফেলিছ, সখি, দুখ অশ্রুধার,
ও চাঁদ মুখানি কেন বিষাদে আঁধার ?
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে কি যাতনা পরকাশে !
সজনি, থাম', গো, থাম', দেখিতে পারিনে আর।
নূতন শোভায় সাজি আশার মুকুল রাজি
আবার তো বিকশিবে, শুকাবে না আর।
নবীন লতিকাচয়ে কুসুমে পড়িবে ছেয়ে,
যে রবি গিয়েছে ডুবে উদিবে আবার।

বেলোয়ার—আড়া।

লীলা। জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা ;
জীবন ফুরায়ে এল' আঁখি জল ফুরালো না।
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও, সখি, মোর
পুরিল না জীবনের একটি কামনা।
এখন সুখের কথা উপহাসি দেয় ব্যথা,—
এই এ মিনতি, সখি, ওকথা ব'লো না।

দেশ খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

শোভা। সখি, হেরিতেছি আঁধারে একটি বিজলি—
উদাসিনী কাছে গিয়ে এ দুখ বলি।

যোগিনী সদয় হোলে, মায়াদেবী কৃপা বলে
মনের মানস সিদ্ধ হবে সকলি।

পরজ-কালাংড়া—কাওয়ালি।

সকলে। বেশ্! বেশ্! বেশ্! ভাই, যাই চল সবে মিলি,
মনের মানস সিদ্ধ হবে সকলি।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নদী কূলে পর্ব্বত-উপত্যকায় উদ্যান।)

মায়া দেবীর মন্দির।

(অবনত-জানু উদাসিনী স্তবে মগ্না।)

স্তব।

কেদারা—কাওয়ালি।

উদা। শক্তিরূপা মহামায়া, দেহ মোরে পদছায়া,
কৃপা নেত্রে চাহ, মাতঃ, ভক্তজন প্রতি।
ভীষণ প্রলয় ঝড়ে কাঁপাক্ দেবতা নরে,
ও পদে থাকয়ে মতি দেহ এ শকতি।
তোমারি ইচ্ছার বলে চন্দ্র সূর্য্য তারা জ্বলে,
শত শত গ্রহ চক্রে ঘোরে অনুক্ষণ;

মহা ঘোর শূন্যময় আছিল এ লোক-ত্রয়,
তোমারি কটাক্ষে সব হইল সৃজন;
স্বর্গ, মর্ত্ত, কি পাতাল তোমারি মায়ার জাল,
তুমি, মাতঃ, সৃষ্টি-স্থিতি সম্ভব-কারিণী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ধ্যায় তোমা নিরন্তর,
তত্ত্ব নাহি পায় তবু, জগত-তারিণি।
স্নেহ, প্রেম, দয়া দিয়ে রেখেছ ভুবন ছেয়ে,
তুমিই করুণা-রূপে ব্যাপ্ত চরাচর।
তুমি, মায়া, মহাদেবি, আজন্ম তোমারে সেবি
জীবন ত্যজিতে পারি দেহ এই বর।

(লীলা ও শোভার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

জয়জয়ন্তি—চৌতাল।

উভয়ে। কোথা, গো যোগিনি, তুমি উপায় কর গো ত্বরা।
পড়িয়ে যন্ত্রণা-ঘোরে, আজিকে এসেছি মোরা,
প্রণয়ের নিরাশায় হৃদয় দলিত প্রায়,
জুড়াও এ ভগ্ন হৃদি বরষিয়ে শান্তিধারা।
পর-উপকার-ব্রতে উৎসর্গ করেছ প্রাণ,
তুমি, মাতঃ, দেখা দিয়ে বাঁচাও গো অসময়ে;
অকুল সাগরে পড়ে হয়েছি, মা, দিশাহারা।

(উভয়ে মন্দিরের নিকটে আসিয়া উদাসিনীকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া।)

পুরবী—খ্যাম্‌টা।

শোভা। চুপ্, চুপ্, উদাসিনী ধ্যানে নিমগন,

দেখো যেন ধ্যান ভঙ্গ হয় না এখন।

(উদাসিনী নিকটে আসিয়া।)

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

উদা। সুগভীর নিশি, স্তব্ধ দশ-দিশি,
কেন, গো বালিকা, দুজনে
অসম সাহসে, অনাথিনী বেশে,
এসেছ এ ঘোর বিজনে?
যোগবলে জানি, অসময়ে কেন
এ বন করেছ আলা,
জানি, গো, প্রেমের নিরাশ-অনলে
কত যে পেয়েছ জ্বালা।
তোমার মতন প্রণয়ের বিষ
আমিও করিয়ে পান
সংসার ত্যজিয়ে উদাসিনী ব্রতে
সঁপিয়েছি দেহ প্রাণ।
সেদিন হইতে সমদুখী আমি
নিরাশ প্রণয়ী সনে;
দেবীর প্রসাদে তোমার কল্যাণ
সাধিব পরাণ পণে।

খাম্বাজ—দাদ্‌ড়া।

উভয়ে। লহ কৃতজ্ঞ প্রণাম।

খাম্বাজ—আড়া।

উদা। এস এবে মম সাথে প্রণমি দেবীরে;

এই লগ্নে, এই ক্ষণে কাজ সাধি সযতনে ;
সময় চলিয়া গেলে পাইব না ফিরে।

খাম্বাজ—দাদ্‌ড়া।

উভয়ে। দেবি, কৃতজ্ঞ প্রণাম।

(সকলের দেবী-মন্দিরে অগ্রসর ; মন্দির ঢাকিয়া
উদ্যানের পটক্ষেপ ; কিছুপরে উদাসিনী
ও শোভার প্রবেশ।)

পরজ—কাওয়ালি।

উদা। লীলায় রাখিনু মন্দির মাঝ,
থাকুক সেখানে একেলা আজ,
সে দেখিলে সিদ্ধ নাহি হবে তার কাজ।

বিভাস—আড়া।

শোভা। হউক তাহাই, মাতঃ, যা ইচ্ছা তোমার।
এখন কর, গো, আজ্ঞা কি কাজ আমার।

পঞ্চমবাহার—যৎ।

উদা। বসন্ত সমীরে খুলিয়ে পরাণ
ফুটেছে ঐ যে কুসম গুলি,
তুমি, গো কুমারি, এ শুভ নিশীথে
এক মনে যাও আন গে তুলি।

শোভা। দেবীর যা আজ্ঞা তাহা করিব সকলি।

সোহিনী বাহার—একতালা।

উদা। দিবস উতাপে যে সব কুসুম
রেখেছিল চাপি বাস,

নিশির পরশে প্রেমের হরষে
চুমিছে চাঁদের হাস্।
যে ফুল রেণুতে রজত-বিমল
অমিয়া ঢালিছে চাঁদ,
সেই রেণু দিয়ে, এ শুভ লগনে,
গড়িব প্রেমের ফাঁদ।
সুমঙ্গল তারা যে ফুলের পানে
চাহিছে প্রণয় চোখে,
অতুল কি গুণে ভূষিত সে ফুল,
কি জানিবে তাহা লোকে ?
যাও সেই ফুল আঁচল ভরিয়ে
তুলিয়ে আন গে, বালা ;
মন্ত্রপূত হয়ে রহিনু বসিয়ে,
গাঁথিব মায়ার মালা।

পিলু—যৎ।

শোভা। চলিনু আজ্ঞায় তব আশীষ' আমারে,
সফল হইয়ে যেন হেথা আসি ফিরে।

(শোভার প্রস্থান।)

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

উদা। একটি দলিত হৃদয় আজিকে
পাইবে নূতন প্রাণ,
সফল মানিব উদাসিনী-ব্রত
প্রেমে দিয়ে প্রতিদান।

(কিছু পরে শোভার ফুল লইয়া প্রবেশ।)

বসন্ত-ললিত—কাওয়ালি

শোভা। ধরগো কুসুম এই, যোগিনি,
তব মন্ত্রে কর কার্য্য সিদ্ধি, জননি।

খট্—ঝাঁপতাল।

উদা। এই পাত্রে রাখি ফুল যাও তুমি, বালা,
মন্দিরে প্রবেশ' যথা রহিয়াছে লীলা ;
তাহাকে পাঠায়ে হেথা ঘুমাইও তুমি সেথা,
ততক্ষণ হেথা বসি গাঁথি আমি মালা।

(শোভার প্রণাম করিয়া প্রস্থান।)

বাহার—একতালা।

উদা। (মৃগ চর্ম্মে বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে)
এই গোলাপটি, অসময়ে যেটি, ফুটিয়াছে আজ রাতে,
প্রেম মহৌষধ ;—দেব পুরন্দরে ভুলায়েছে শচী যা'তে—
এর রেণু লয়ে করিব সিন্দুর, পরাইব তার ভালে,
রতিদেবী নিজে, আবির্ভাবি এতে, মোহিবেন ইন্দ্রজালে।
এই সেফালিকা, গাঁথিব মালিকা, ধরিবে মোহিনী গুণ ;
বসন্ত, তুমি গো, এসে বসো এতে করিতে প্রণয়ী খুন।
মালিকার মাঝে দিনু এ চাঁপাটি কবিতা সঙ্গীতে সেবি ;
সঙ্গীত, কবিতা, দু'টি বোনে এসে পরশ' এ মালা, দেবি।
গাঁথিনু ত মালা, হইল সিঁদুর, মন্ত্রেতে সাধিনু কাজ ;
তব ফুলবান হো'ক অধিষ্ঠান ইহাতে কন্দর্প আজ।

লীলার প্রবেশ।

ককুভ—ঠুংরি।

উদা। সময়ে এসেছ তুমি, লীলা,
এস এ অজিনে শোও গো বালা,
পরা'ব তোমারে মন্ত্রপূত মালা।

(লীলার শয়ন)

উদা। (মালা ও টিপ পরাইতে পরাইতে)

রামকেলী—আড়া।

ফুরায় ফুরায় রাতি, নিভ নিভ ইন্দুভাতি,
ঘুমাও, ঘুমাও, বালা, সুখের শয়নে ;
নাহি হেথা হিংসাদ্বেষ, নাহি ভয় দুখ লেশ,
উথলিবে হৃদি প্রাণ প্রমোদ-স্বপনে,
দুখের ভাবনা হেথা আর ত দিবেনা ব্যথা,
মন্ত্রবলে দুখ জ্বালা লুকায়েছে বিরলে।
সুখেতে ঘুমাও তবে, রক্ষিবেন দেবী-সবে,
জাগিয়ে নূতন প্রাণ পাইবে, সরলে।

(লীলাবতী নিদ্রিতা ও উদাসিনী নিষ্ক্রান্ত।)

(সহসা দিক উজ্জ্বল করিয়া কবিতার
গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

ঝিঁঝিট—একতালা।

ক। কবির অধরে আছিনু ঘুমায়ে
প্রেমের স্বপনে ভোর,

সহসা পরাণে কি যেন বাজিল,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর।
অমনি একটী চাঁদের কিরণে
চড়িয়া এসেছি হেথা,
মন্ত্রপূত মালা দিনু পরশিয়ে,
ঘুচুক্ প্রণয় ব্যথা। (মালা স্পর্শন)

(পুনর্ব্বার চারিদিক আভাময় করিয়া সঙ্গীতের
গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

ভৈরবী—দাদ্‌ড়া।

স। বানীর বীণাটি লইয়ে,
আমোদে হৃদয় ঢালিয়ে,
এ তারে ও তারে ছুটিয়ে,
করিতেছিলাম খেলা;
এমন সময় অমনি,
কেন গো ডাকিলে, যোগিনি?
দেখাও তবে, গো, এখনি,
কোথা সে ব্যথিত বালা।
রূপের জোছানা ঢালিয়ে,
ওই যে রয়েছে শুইয়ে,
দিইনু সিঁদুর ছুঁইয়ে,
সদয় হইবে নাথ;
ফুলের সুবাস ধরিয়ে,
হেথায় এসেছি উড়িয়ে,

সেই রথে যাই ফিরিয়ে,
খেলিতে বীণার সাথ।

(অদূরে রতি মদন ও বসন্তকে দেখিয়া)

ভূপালি—কাওয়ালি।

কবিতা ও সঙ্গীত। ঐ আসিছেন হেথা মকর-কেতন
প্রকাশি বিমল শুক-তারার কিরণ,
আবেশে অলস-তনু, উরসে কুসুম-ধনু,
সঙ্গে রতি, নিশাপতি রোহিণী যেমন।
ফুলে ফুলময় অঙ্গে, বসন্ত বিরাজে সঙ্গে,
ক্ষণেক আমরা তবে অপেক্ষি এখন।

(চারিদিক দ্বিগুণ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রতি ও মদনের সহিত বসন্তের প্রবেশ।)

সিন্ধু ভৈরবী—রূপক।

রতি ও মদন। সুখের সেই যে বিয়ে,
বাসরে মোরা গিয়ে,
প্রেমের লতা দিয়ে
বাঁধিয়ে দোঁহে।
যুগল হৃদয়ে শু'য়ে,
দুজনে লুকাইয়ে,
ডুবানু দুই হিয়ে
প্রণয় মোহে।
হেথায় একটী বালা
পাইয়ে প্রেম জ্বালা,

পরিয়ে মায়া মালা
রয়েছে শু'য়ে ।
এস এই সুলগনে,
আমরা দুই জনে,
ও মালা সযতনে,
আসিগে ছুঁয়ে ।

(মালা স্পর্শন করিতে করিতে)

ললিত—ঠুংরি ।

মদন, রতি ও বসন্ত । দেখিব এখন,
কে এমন,
পারিবে নিজ মন
রাখিতে বশে ।
যে পুরুষ আগে,
এর বাগে
চাবে, সে অনুরাগে
পড়িবে ফাঁসে ।

ভৈরোঁ—একতালা ।

কবিতা ও সঙ্গীত । পোহায় যামিনী, ম্লান নিশামণি,
বহিছে উষার বায় ;
সুবর্ণ মণ্ডিত সুমেরু শিখরে
বিভাকর রথ ভায় ।
অধীর-চরণ ভানু-তুরঙ্গম
তেজে ধাইবারে চায়,

অতি সাবধানে অরুণ সারথী
বাগায়ে রেখেছে তায়।
চল, চল, সবে এই বেলা যাই,
না উঠিতে নব ভানু,
একটী ক্ষুদ্র কিরণে তাহার,
দহন করিবে তনু।

মোহিনীবাহার—আড়াখেম্‌টা।

সকল দেব দেবীগণ। সুখে তুমি থাক, বালা,
মোরা যাই, নিশি যে পোহায়।
যে মালা পোরেছ গলে, তাহারি মায়ার বলে,
ভুলিবে প্রণয়ী তব হেরিলে তোমায়।
[দেবতাদের প্রস্থান।]

(উদাসিনী ও শোভার প্রবেশ)

বিভাস—যৎ।

উদা ও শোভা। পোহাইল বিভাবরী, উদিল নব তপন,
উষার মোহন রাগে রাঙ্গিল গগণ,
তুমি, উঠ, উঠ, বালা, জাগ গো এখন।
বহিছে মৃদুল বায়, পাপিয়া প্রভাতি গায়,
ফুল কুল সৌরভে আকুল ভুবন।
শিশির মুকুতা পাঁতি চুমিছে রবির ভাতি,
কমলিনী মেলে আঁখি পেয়ে সে চুম্বন।
তুমিও মেলো, গো বালা, কমল নয়ন।

ভৈরোঁ—ঝাঁপতাল।

লীলা। কি দেখিনু একটী, লো, সুখের স্বপন—
গিয়েছিনু যেন, সখি, নন্দন-কানন।
সেইখানে দেব-বালা আনি পারিজাত-মালা
গলায় পরায়ে দিল করিয়ে যতন ;
তাহার মধুর বাসে আকুলিত চারিপাশে
কি এক বিচিত্র জ্যোতি ছাইল ভুবন !
সেই সে জ্যোতির মাঝে ভুবনমোহন সাজে
প্রিয়তম আসি মোরে করিল বরণ।
এখনো হৃদয়ে মম, নিশীথ সঙ্গীত সম
পূর্ণ তানে বাজে যেন সেই সুস্বপন।

টৌড়ি—কাওয়ালি।

উদা। শুভ বটে স্বপন তোমার ;
বুঝিলাম তোমা প্রতি দয়া দেবতার।
পূজার সময় এই, এখন মন্দিরে যাই,
সুখে থাক, এই বাছা আশিষ আমার।

খাম্বাজ—দাদ্‌ড়া।

উভয়ে। লহ কৃতজ্ঞ প্রণাম।

[সকলের প্রস্থান।]

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বসন্ত-উৎসব ক্ষেত্রের এক প্রান্ত।

(রঙ্গভূমির এক দিক দিয়া শোভা ও কুমারের হাত ধরাধরি করিয়া গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

মিশ্র কেদারা—কাওয়ালি।

শোভার প্রতি।

কুমার। সজনি, নেহারো বসন্ত সাজে,
ক্যায়সে মাতল হরষে দিক!
শোভা ও কুমার। কাননে কাননে ফুলকুল জাগল,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহরল পিক।
কোমল কুসুমে চুমি চুমি যতনে,
কম্পয়ি সঘনে লতিকা কায়,
সৌরভ চুরিয়া, প্রমদে ঢলিয়া,
ক্যায়সে বহয়ত দাখিণ-বায়।
মুচকি মুচকি মৃদু, হাস হাস বিধু
ঢালত মধুময় জ্যোতির রাশি;
জোছনা-তরঙ্গে যমুনা রঙ্গে
উথলত নাচত হরষে ভাসি।

কুমার। আওলো, সজনি, এ সুখ রজনী,
নিকুঞ্জে আজ্ পোহায়ব দোঁহে ;
সব দুখ জ্বালা, পরাণ বালা,
বিসঁরব তোঁহার প্রেমক মোহে।

(কিরণের প্রবেশ ; কিরণকে লক্ষ্য করিয়া)

লুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

শোভা। এই যে কিরণ, কেন একেলা নিরখি ?
জান কোথা লীলা-মোর, হৃদয়ের সখী ?
আশা বড় আছে মনে, আজি তোমা দুই জনে
প্রণয়-বন্ধনে বাঁধি জুড়াইব আঁখি।

কিরণ। (বিরক্তি ভাবে)

মিশ্র বিভাস—একতালা।

একি হোল জ্বালা !
এড়াইয়ে সব স্থানে এনু এই নিরজনে,
এখানেও রক্ষা নেই—‘লীলা’ ‘লীলা’ ‘লীলা’ !
কতবার বলেছি, সে ছাড়ুক আমার আশা ;
কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হবে ধরা, কক্ষ-চ্যুত গ্রহ তারা,
তবুও সে নাহি পাবে মোর ভাল বাসা।
কিন্তু একি দায় ঘোর, আজিকে বিবাহ মোর,
আজো সেই এক কথা—‘লীলা’ ‘লীলা’ ‘লীলা’ !

(লীলার প্রবেশ, তাহার প্রতি কুমার ও কিরণের
এক সময়ে দৃষ্টিপাত)

কুমার। (লীলার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কিছু পরে
শোভার হস্ত ত্যাগ করিয়া, মুগ্ধভাবে)

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

আমরি, লাবণ্যময়ী কেও স্থির-সৌদামিনী,
পূর্ণিমা-জোছনা দিয়ে মার্জ্জিত বদনখানি!

কিরণ। ঢুলু ঢুলু আঁখি দুটি আবেশে পড়িছে লুটি,
মৃদুমন্দ ঢল ঢল আধোফুট'-কমলিনী।
নেহারি ওরূপ, হায়, আঁখি না ফিরিতে চায়,
যত দেখি তত যেন নব নব মনে গণি।

কুমার। অধরে মধুর হাস—তরুণ অরুণাভাস,
অপ্সরা কি বিদ্যাধরী, কে রূপসী নাহি জানি।

শঙ্করা—আড়া খেমটা।

কিরণ। সহসা একি এ হইল আমার!
একি এ আগুন জ্বলিল হৃদে—
যাকে দেখে আগে ঘৃণায় জ্বলেছি,
মাতিনু তাহারি প্রণয় মদে!
দেখে দেখে দেখে সাধ যে না মেটে,
ইচ্ছা হয় পেতে শতেক আঁখি;
খুঁজে নাহি পাই ও মুখটি, আহা,
মরমের কোন্ নিভৃতে রাখি।
কে জানে কি গুণ ধর, ওগো প্রেম!
নূতন জীবন পাইনু প্রাণে,
কিসের কাজলে খুলিল নয়ান,

লীলারে দেখি যে সকল স্থানে।

শোভা। (কুমারকে বিমনা দেখিয়া)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

একি, সখা, দেখেও কি দেখিছনা দুঃখিনীরে।
কোথায় মন তোমার, (কোথায় প্রাণ তোমার)
আছে প'ড়ে, খুলে বল বল বল হে।

সোহিনী বাহার—কাওয়ালি।

কুমার। যাও যাও, কিছু ভাল নাহি লাগে এ সময়।
সকল সময় আমোদের নয়।

বেহাগ—কাওয়ালি।

শোভা। ছি, ছি, সখা, অমন কথা কেমনে কহিলে?
সেই তুমি, সেই আমি, সকলি ভুলিলে?

কুমার। হ্যাঁ হ্যাঁ সব মনে পড়ে, তা বোলে অমন ক'রে
জ্বালিওনা কেঁদে কেঁদে, কি হবে কাঁদিলে?

ধোরিয়া—আড়া।

শোভা। কি দারুণ বজ্র হানিলে হৃদয় প্রাণে,
স্তরে স্তরে মরম যে বিদারিল,
আর যে, গো, পারিনে।
বিদীর্ণ হ' বসুন্ধরে, নে, মা, এই অভাগীরে,
ডাকি, মা, আকুল মনে।

(গাইতে গাইতে শোভার প্রস্থান)।

হাম্বির—আড়া।

কিরণ। (লীলার প্রতি)

কি করিয়ে, প্রিয়তমে, মার্জ্জনা চাহিব আর,
হৃদয় দলিত যে, লো, দোষ ভেবে আপনার।
সরমে সরে না কথা, কত যে দিয়েছি ব্যথা,
কেমনে বল, গো সখি, প্রায়শ্চিত্ত হবে তার!
লহ তুমি এই প্রাণ, দিতেছি তা বলিদান,
সর্ব্বস্ব তোমারি, প্রিয়ে, আমাতে নেই আমি আর।

(লীলার কিরণের কর গ্রহণ, কিরণের
লীলার স্কন্ধ ধারণ)

কুমার। (কিরণের হস্ত আকর্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধভাবে)

সারঙ্গ।

মূঢ়, একি তোর প্রিয়া?

কুমার। (তৎক্ষণাৎ অবনত-জানু হইয়া লীলার প্রতি)

সাহানা—যৎ।

প্রাণ সঁপিলাম তোমা, হয়ে প্রেমভিখারী,
রাখ রাখ, মার মার, যা বাসনা তোমারি।

সারঙ্গ—কাওয়ালি।

কিরণ। (পুনরায় লীলার করগ্রহণপূর্ব্বক কুমারের প্রতি)
কুমার, সহসা তুমি হলে কি পাগল!

কুমার। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা তোর বলিস পাগল!
জানিস এখনি এর দিব প্রতিফল।

কিরণ। প্রতিফল? হাসিবার কথা!

লীলা। (কুমারের উদ্দেশে)

দেশ মল্লার—আড়া।

অকস্মাৎ বিসম্বাদ একি সংঘটন!
পরেছ বিবাহ সাজ, হইবে বিবাহ আজ,
ভুলিলে সখীর প্রেম স্বপ্নের মতন?

ছায়ানট—খেম্‌টা।

কুমার। দিওনা, দিওনা লাজ সে কথা তুলিয়ে,
ওসব পুরান কথা যাও, প্রিয়ে, ভুলিয়ে।
তুমিই সর্ব্বস্ব ধন, তোমারে সঁপেছি মন,
এস, লো, হৃদয়ে রাখি যতন করিয়ে।

অহং—খেম্‌টা।

কিরণ। সাবধান এ আস্পর্দ্ধা দেখি যদি ফের,
সমুচিত প্রতিফল দিব আমি এর।

(উভয়ের অসি উন্মোচন)

কুমার। এই অসি মোর হয়ে দিক প্রতিদান—
কিরণ। নিশ্চয় আজিকে তোর নাশিব পরাণ—

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।]

বাঁরোয়া—ঠুংরি।

লীলা। একি হ'ল, হ'ল, রে!
বিধি হয়ে অনুকূল কেন হ'ল প্রতিকূল,
যাই পুনঃ দেবীকাছে প্রাণ গেল, গেল রে।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মায়াদেবীর মন্দিরের পার্শ্বস্থ যোগিনীর কুটীর।

(যোগিনী আসীনা)

(শোভার প্রবেশ এবং গাহিতে গাহিতে
অবনত-জানু হইয়া)

কাফি—আড়া।

শোভা। দেবি, এসেছি যোগিনী হব।
পাষাণে হৃদি বাঁধিয়ে সংসারে ত্যজিব ;
যোগ ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়ে, তুমি মা !
রাখ গো, দুখিনী এ জনে,
দলিত এই জীবনে সঁপিনু চরণে তব।

পিলু—জৎ।

উদা। অশুভ এ কথা আজি কেন মুখে শুনি,
বসন্ত উৎসব দিনে বিয়ে হবে জানি।
পরিবে বিবাহ-মালা, সোহাগে করিবে খেলা,
জন্ম জন্ম থাক সুখে, কি দুখে যোগিনী ?

আলাইয়া—আড়া।

শোভা। কি গভীর বেদনায় হৃদয় জ্বলিয়ে যায়,
কথায় প্রকাশ তাহা করিব বা কেমনে।
বাসনাও নাই, মাতা, তুলিতে লুকানো ব্যথা,
সে সব কাহিনী থাক্ মরমের বিজনে।
আঁখি যদি অশ্রু ফেলে, আঁখি উপাড়িব তুলে,

মরমি মরম-ব্যথা জানুক গোপনে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়া ঠেকা।

উদা। কি কথা বলিলে, বালা, কি না জানি পেয়ে জ্বালা
এ নব যৌবনে দীক্ষা লইবে যোগিনী-ব্রতে।
হয়েছে বৈরাগ্য দুখ্, ত্যজি পৃথিবীর সুখ্,
চাহিছ হৃদয়-লতা অকালে ছিঁড়িতে?
শিরীষ-কুসুম-কায় বাকলে ছাইবে, হায়,
শিহরে যে অঙ্গ, আর না পারি শুনিতে।
মোরে সমদুখি জেনে, খোল, গো, হৃদয় প্রাণে,
দেখি কি উপায়, বালা, হয় আমা হতে।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

শোভা। যে আগুনে আজ জ্বলিছে পরাণ—
কি শুনিবে, দেবি, তাহার কথা;
কহ চন্দ্র তারা, মাতঃ বসুন্ধরা,
আমার মত কে পেয়েছে ব্যথা?
চিরদিন ধ’রে প্রাণপণ ক’রে
যাঁহারি চরণে সঁপিনু প্রাণ,
সেই আজ নিজে হয়ে নিরদয়
বিঁধেছে হৃদয়ে ঘৃণার বাণ।
আপনার চিতা আপনি সাজায়ে,
আপনি আহুতি প্রদানি তায়,
আপনি জ্বলেছি, আপনি পুড়েছি,
তবু কেন প্রাণ গেল না, হায়!

প্রণয়ের ধনে, হৃদয়ের ধনে,
বল' কার যায় ভুলিতে সাধ ;
কিন্তু তবু, হায়, ভুলিতে হইবে,
কি করিব, দেবি, বিধির বাদ।
যায় যদি এতে যাক্ ভেঙ্গে হৃদি—
হৃদয়ে আমার কাজ কি আর,
ভালাবাসা আশা—সাধের পিপাসা
কিছুরি আর না ধারিব ধার।

লাওনি—জৎ।

যোগিনী। আর না, থাম, গো বালা, চাহিনা শুনিতে,
বুঝিতেছি কি বেদনে জ্বলে তোর প্রাণ।
যোগবলে সব আমি পারিনু জানিতে,
উপায় করিব তার, দিব শান্তি দান।
(শোভার প্রণাম)
[যোগিনীর প্রস্থান।]

(পদ্ম পত্রে অঞ্জন লইয়া যোগিনীর
পুনঃ প্রবেশ।)
(অঞ্জন পরাইতে পরাইতে)

পরজ—ঝাঁপতাল।

যোগিনী। এই যে অঞ্জন শতদল দলে
দেখিছ, ললনে, জ্বল্ জ্বল্ জ্বলে—
তোমারি নয়নে মাখাব, বালা।

ইহাই পরিয়ে নলিনী-নয়নে,
পশিয়ে ভবানী ভবের সদনে,
অর্দ্ধ অঙ্গ তাঁর করি অধিকার,
ভুলিল কঠোর ব্রতের জ্বালা।
প্রণয় মিলনে যে আঁখি-লহরী—
কপোল বাহিয়া বহে ধীরি ধীরি,
প্রথম চুম্বনে যে তরল শ্বাস
স্বরগীয় ভাবে পূরে হৃদাকাশ—
সেই শ্বাসে তাপি প্রেম-অশ্রু-ধার
হয়েছে সৃজিত এ অঞ্জন সার,—
তোমারি কারণে এনেছি আজ।
আশিষ করুণ দেবতা সকলে,
ইহাতে সাধিব তোমার কাজ।

(লীলার প্রবেশ।)

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

লীলা। উদাসিনী রাখ, গো, এ জনে।
কিরণ, কুমারে হোথা মত্ত ঘোর রণে।
উদ্ধারো তুমি, গো, অন্য নাহিক উপায়,
কি হইল কি জানি, মা, এতক্ষণে।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

যোগিনী। নির্ভর হও, গো বালা, কোন ভয় নাহি আর।
তব গলে মায়া-মালা প্রথমে দেখিয়ে, বালা,
শোভা ভুলে তব রূপে মোজেছে কুমার।

যে অঞ্জন দিনু চোখে, এখন শোভাকে দেখে
নিশ্চয় সকল ভুল ঘুচিবে তাহার।

খাম্বাজ—দাদ্‌ড়া।

দু'জনে। (অবনত-জানু হইয়া) লহ কৃতজ্ঞ প্রণাম।

বেহাগ—খেম্‌টা।

যোগিনী। সুখে থাক, ভাল থাক ভুলে দুঃখ জ্বালা,
প্রণয়ীর প্রেমে ডুবে থাক দুটি বালা!

খাম্বাজ—দাদ্‌ড়া।

দু'জনে। দেবি, কৃতজ্ঞ প্রণাম।

[প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বসন্ত-উৎসব-ক্ষেত্রের এক বিজন প্রান্ত।

(অসি-যুদ্ধকরিতে করিতে কিরণ ও কুমারের প্রবেশ)

অহং—খেমটা।

কিরণ। লও, এই লও, লও প্রতিফল!

কুমার। দেখিব বীরত্ব তোর থাকিলে অটল!

কিরণ। মূঢ়, হরে সাবধান!

কুমার। এ অমোঘ সন্ধান।

কিরণ। এ আঘাতে অবশ্যই বধিব পরাণ।

কুমার। এই দেখ্‌ বক্ষে তোর বিঁধি তলোয়ার।

কিরণ। চুপ্‌, মূঢ়, আস্ফালিতে নাহি হবে আর।

কুমার। কি বলিলি তুই!

কিরণ। এই দেখ তোর রক্তে কলঙ্কিত ভূঁই।

(নেপথ্য হইতে শোভা ও লীলার গাইতে গাইতে ত্রস্তে
আসিয়া যোদ্ধাদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ ও যুদ্ধ ভঙ্গ।)

মল্লার—যৎ।

দু সখী। থামহে, থামহে, রাখ এ মিনতি, সখে।
অস্ত্রের ঘরষণে, ঘন ঘন ঝণ ঝণে,
পলকে পলকে ওই দামিনী চমকে।
নিষ্কোসিত তলোয়ার দেখিতে পারিনে আর
বধিতে বাসনা যদি, বিঁধ অসি এই বুকে।

(মোহ ভঙ্গে লজ্জিত ভাবে সরিয়া কুমারের এক পার্শ্বে
দণ্ডায়মান।)

আলাইয়া—আড়া।

শোভা। (কুমারের উদ্দেশে)
বিরাগ ভরে অমন করে এখন আর যেয়োনা স'রে,
ভয় নাই আসিনিতো জ্বালাতন করিবারে।
এসেছি দিব না ব্যথা, তুলিব না কোন কথা,
এসেছি দেখিতে সুধু নিতান্ত না থাক্‌তে পেরে।
নব অনুরাগ ভরে থাক' তুমি সুখ-ঘোরে,
অন্তিম-বিদায় নিয়ে এখনি যাইব ফিরে।
যেথায় আছ সেথায় থাক, আর কাছে যাব নাকো,
একটি পলক সুধু দেখে নেব প্রাণ ভোরে।

ইমান কল্যান—আড়া।

কুমার। প্রিয়ে, হৃদয়ের ধন, রাখো চরণে তোমারি,
আমি দোষী অপরাধী ক্ষমার ভিখারী।

শোভা। ও কথা বোলোনা আর, তুমি পূজ্য দেবতার,
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র আমি অভাগিনী নারী।
তব প্রেম ভালবাসা কেমনে করিব আশা,
কেমনে তাহাতে আমি হব অধিকারী ?

কুমার। প্রিয়ে, হৃদয়ের ধন, রাখো চরণে তোমারি।

শোভা। না, না, সখে, সুখে থাকো, আমি বাধা দিব নাকো,
আমিও যে সুখী হব ও-মুখে হরষ হেরি।

গৌর সারঙ্গ—আড়া।

কুমার। মিনতি, নিদয়া, আর ও কথা বোলো না।
প্রজ্বলিত হৃদে আর আহুতি ঢেলোনা।
বাসনা থাকে, লো, যদি বিদীর্ণ করি এ হৃদি
দেখ, লো, কাহাতে পূর্ণ রয়েছে, ললনা !
কাহাতে শোণিত ধারা বহিছে উন্মত্ত পারা,
কাহাতে মিশিছে হৃদি-সুখ-দুখ-বাসনা।

(গাহিতে গাহিতে অবনত-জানু হইয়া কুমারের
করযোড়ে শোভার প্রতি দৃষ্টি)

পরজ কালাংড়া—কাওয়ালি।

শোভা। (হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া)
ও মুখে বিষাদ রেখা দেখিতে পারিনে, সখা,

শত শত বজ্র যেন হানে এই বুকে।
কহিয়ে নিঠুর কথা কত যে দিয়েছি ব্যথা,
উঠ, উঠ, প্রিয়তম, ক্ষম গো আমাকে।

(লীলা ও কিরণের গাইতে গাইতে অগ্রসর, পরে
চারি জনের সমস্বরে গান।)

সাহানা—আড়া।

চারিজন। সহসা হাসিল কেন আজি এ কানন,
মাতিয়া বহিল কেন সুখদ পবন!
ফুটিল মুদিতা ফুল, কুহরিল পিককুল,
যে কানন হয়েছিল নীরব শ্মশান—
সেই সে শ্মশান আজি, নূতন শোভায় সাজি,
সহসা মোহিল কেন হৃদয় পরাণ!
যে সুখের চাঁদ আহা কতদিন থেকে,
ভীষণ মেঘের কোলে পড়েছিল ঢেকে—
আজিকে সেই সে শশী মেঘমুক্ত হাসি হাসি
ঢালিছে কি মধুময় জোছনা কিরণ!
ঘুচিল সকল মোহ, ফিরিল প্রণয় স্নেহ,
হাসিল চৌদিক আজ, হাসিল জীবন!

(হুলুধ্বনি করিতে করিতে সখীগণের প্রবেশ
ও নৃত্য করিতে করিতে গান।)

মাঝ—দাদড়া।

সখীগণ। আয়লো, আয়লো, আয়লো, আয়লো,
মিলে সব সজনী,

বাসরে পোহাব আজি, কিসুখের রজনী!
ভাসিয়ে সুখ তরঙ্গে, মাতিয়ে প্রমোদ রঙ্গে,
হাসিব সখীর সঙ্গে, দিব সুখে হুলুধ্বনি।

(সকলের নৃত্য করিতে করিতে ও গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

পটক্ষেপ।

সমাপ্ত।

KUNDU FAMILY